ইসলামী শরীয়াহ বাস্তবায়নে ক্রমধারার অপরিহার্যতা [সারসংক্ষেপ]

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

cscsbd.com/275

১ *'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি।'* [সূরা মায়েদা: ৩]

২ প্রাথমিক পর্যায়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা কি 'অ-পূর্ণ ইসলামে'র উপর মৃত্যুবরণ করেছেন?

৩ তাঁদের জন্যে একটা special ফেভার হিসেবে exemption করা হয়েছে?

৪ বিধিবিধানের দিক থেকে ইসলামের ৩টা মেজর phase স্পষ্টতই ৩ প্রকারের।

৫ এমন কোনো কথা কুরআন ও হাদিসের কোথাও নাই যে ঈমান, ইসলাম বা ইসলামের কোনো দিক থেকে উনাদের জন্য কোনো special sanction ছিল।

৬ হাদিসে জিবরাইলে বলা হয়েছে ইসলাম হলো – কলেমা, নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্ব – এই পাঁচটা বিষয়ের সমষ্টি।

৭ সূরা আশ শূরার ১৩নং আয়াতে বলা হয়েছে, *'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা এখন তোমার প্রতি আমরা অহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি। আর যার হিদায়াত আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম – এই তাকীদ সহকারে যে, কায়েম কর এই দ্বীনকে এবং ইহাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেও না।'*

৮ তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষের দ্বীন বা জীবন-ব্যবস্থা বরাবর একই ছিল।

৯ সূরা কাফেরুন এ যে সিঙ্গুলারিটির কথা বলা হয়েছে সেটি নিতান্তই conceptual Islam সম্পর্কিত।

১০ **দ্বীন হিসেবে ইসলাম সর্বদাই সিঙ্গুলার। আর শরীয়াহ হিসেবে ইসলাম প্লুরাল ও ডাইভারসিফাইড।**

১১ ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র কোনো single entity নয়। এর বিভিন্ন পর্যায় আছে।

১২ ইসলামী রাষ্ট্র কি বাস্তবায়ন-অনুপযোগী ও কল্পনাপ্রসূত এমন একটি ঐশ্বরিক আদর্শ রাষ্ট্র? ইউটোপিয়া?

১৩ যেহেতু আমরা সেই মানের একটা আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে পারব না – তাই বর্তমান প্রেক্ষিতে একে একধরনের utopia বলা যায়, যদিও সেটিকেই standard ধরে আমাদের এগুতে হবে।

১৪ Gradual implementation-কে আমরা যদি special sanction হিসেবে না ধরি তাহলে আল্লাহর রাসূল (স) যেভাবে তৎকালীন আরবে ইসলাম কায়েম করেছেন আমরাও আমাদের স্ব স্ব সমাজ ও দেশে সেভাবে ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করব।

১৫ ইসলাম কায়েমের **deductive method আর inductive method**।

১৬ একটা পাকা দালানের কাঠামো যেভাবে গড়ে ওঠে সেভাবেই যে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে হয়, হোক তা অ-ইসলামী বা ইসলামী।

১৭ **Graduality**-কেও আমরা mechanically গ্রহণ বা implement করতে পারবো না। সেটাকে যথাসম্ভব rationalize করতে হবে।

১৮ বিদ্যমান পরিবেশ ও জনমানসকে যথাসম্ভব ready করেই কোনো নতুন বিধান দেয়া হয়েছে। অথচ, আমরা পুরো জিনিসটাকে একসাথে পেয়ে গেছি।

১৯ এতে আমাদের সুবিধা হয়েছে, আমরা জানি যে ultimately ব্যাপারটা বা চূড়ান্ত বিধিটা কি? অসুবিধাটা হয়েছে এই, মনে করা হচ্ছে এ সবগুলো একই সাথে বা এর চূড়ান্ত স্তরটিই শুধুমাত্র আমাদের জন্য সর্বাবস্থায় obligatory ।

২০ **আমরা একটা mixed society-তে বাস করছি**। জুমআর নামাজ, 'হদ' [দণ্ডবিধি]

২১ রুখসত [সর্বনিম্ন অনুমোদিত সীমা] এবং আজীমত [সর্বোচ্চ মান]-এর ধারণা

২২ সামাজিক authority যেসব উন্নততর বিধানকে allow করে না সেগুলোর প্রযোজ্যতাকে আমরা নীতিগতভাবে স্বীকার করব, কিন্তু সেগুলোর বাস্তবায়নকে স্থগিত রাখবো।

২৩ **বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখন আমরা কোন পর্যায়ে আছি?**

২৪ ইবাদাত ও *মুয়ামালাত*। আল্লাহ তায়ালা ইবাদতের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেননি। এজন্য ফেরেশতারা যথেষ্ট ছিল। বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

২৫ মক্কার কাফের-মুশরিকদের কালেমা ও ইসলামের বুঝজ্ঞান বনাম 'আমাদের' অবস্থা।

২৬ *উলীল আমর* –এর গুরুত্ব। ইবাদাত ও 'তাগুত'।

২৭ concept হিসেবে ইসলাম clear হওয়ার পর তাঁদের সামনে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এজেন্ডা নিয়ে আসতে হবে।

২৮ ইসলাম কি সর্বরোগহরি (panacea) বটিকা? যা কোনোমতে খেতে ও খাওয়াতে পারলেই কেল্লা ফতে!

২৯ **ইসলামি সংগঠনগুলোর intellectual bankruptcy**। ভাবখানা এমন, ক্ষমতা পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে!

৩০ **ইসলামিস্টরা সাধারণত এ দেশকে, দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে, দেশের মানুষকে আপন মনে করে না।**

৩১ ইসলামকে একটা জীবন-দৃষ্টি বা আদর্শ হিসেবে না দেখে বিধি-বিধানের আঁটি বা সমষ্টি হিসেবে দেখার ভ্রান্ত প্রবণতা।

৩২ **ইসলামের দুটি দিক**, (১) Islam in its core of beliefs and personal practices যেমন কালেমা, নামাজ, রোজা ইত্যাদি ন্যূনতম বিষয়গুলো।

(২) implementary aspects that are socio-cultural-economic-politically concerned। সুন্নাহভিত্তিক মূলনীতির আলোকে এসব বিষয়ে যুগপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৩৩ বিদ্যমান সামাজিক-রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে যেখানে আমাদের যেটা করা সম্ভব সেটি করবো, আপাতত ততটুকুই প্রযোজ্য মনে করব। যেটি করতে পারছি না সেটি করার অনুমোদন দেয়ার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রভাবিত, পরিচালিত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে [গণতান্ত্রিক অথবা অন্য কোনো সম্ভাব্য উপায়ে] বাধ্য করবো।

৩৪ এ কাজে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও যৌক্তিকতাকে সর্বদা মেনে চলতে হবে।

৩৫ **সমাজের মূলধারার সম্পৃক্ততাই হলো জিহাদ ও ফিতনার মাপকাঠি।**

৩৬ **বৈধ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জিহাদ ঘোষণা ও পরিচালনা বাধ্যতামূলক।**

৩৭ এ ধরনের কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে প্রত্যেকের আত্মরক্ষার অধিকার সর্বদাই বলবৎ থাকে।

৩৮ **রাসূল (স) সর্বশেষে যা করতে বলেছেন তা হলো আমাদের জন্য উন্নততর আদর্শ ও মান – এটি হলো একটা ধারণা।**

৩৯ **আর রাসূল (স) সর্বশেষে যা করতে বলেছেন আমাদের জন্য সেটি একমাত্র করণীয় – এটি হলো সম্পূর্ণ পৃথক একটি ধারণা।**

৪০ **নমনীয়তার প্রান্তিকতা ও কঠোরতার প্রান্তিকতা।**

৪১ কোনো কোনো বুনিয়াদী বিষয়ে [যেমন শাসন-কর্তৃত্ব সম্পর্কিত] নমনীয়তা ও আপসকামীতার নীতি অবলম্বন করা হয়। অথচ কোনো কোনো অ-বুনিয়াদী বিষয়ে [যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি] পূর্ণতার দাবি ও কঠোরতা অবলম্বন করা হয়।

৪২ বিশ্ব-আদর্শ হিসেবে ইসলাম, মোর স্পেসিফিক্যালি ইসলামী শরীয়াহ এক এক দেশে এক এক ভাবে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার এই ক্রমধারা ও বৈচিত্র্যকে নির্ধারণ করতে হবে, বুঝতে ও বোঝাতে হবে, বাস্তবসম্মতভাবে জনসমাজকে আশ্বস্থ করতে হবে।

৪৩ হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, ***'প্রথম অবতীর্ণ আয়াতেই যদি বলা হতো যে, তোমরা মদ পান করোনা, তাহলে তাঁরা অবশ্যই বলতো যে, আমরা কখনোই মদ্যপান ত্যাগ করবো না।'*** – বুখারী, হাদীস নং ৪৭০৭।

৪৪ ব্যক্তি গঠনের জন্য ক্রমধারাকে অনুমোদন করা হলে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য সেটি কার্যকর হবে না কেন? **অর্গানিক থিওরি**।

৪৫ সূরা আল আলে ইমরানের ৭নং আয়াত অনুসারে কোরআনের আয়াতসমূহ দুই ধরনের: দ্ব্যর্থহীন ও দ্ব্যর্থবোধক আয়াত। হিদায়াতের জন্য দ্ব্যর্থহীন আয়াতসমূহই যথেষ্ট।

৪৬ সুস্পষ্ট আয়াতগুলোর মধ্যকার বিরোধ নিরসনে প্রচলিত পদ্ধতি হলো **নাসেক্ব ও মানসুক্বের ধারণা**।

৪৭ কিন্তু যে সমাজ বা রাষ্ট্র বা জনপদ এখনো প্রাথমিক স্তর হতে উত্তরণ লাভ করতে পারে নাই সেখানে নাসেক্ব-মানসুক্বের কথা বলে অ-প্রযোজ্য উচ্চতর বা সর্বোচ্চ ধাপ বাস্তবায়নের চেষ্টা করা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়ার মতো পণ্ডশ্রম নয় কি?

৪৮ হক হওয়া আর হক কায়েম হওয়া বা করা- এক জিনিস নয়।

৪৯ হেকমত অবলম্বন না করার পরিণতি হলো চরমপন্থা অবলম্বন করা।

৫০ সবসময়ে হেকমতকে প্রাধান্য দেয়া হলো হীন আপসকামীতা যাকে আমরা apologetic trend বলে থাকি।

৫১ টেবলেট বনাম ক্যাপসুল ফর্মূলা

৫২ **ইসলাম গ্রহণ করতে হবে এর দায়-দায়িত্ব ও সামগ্রিকতাকে মেনে নিয়ে।**

৫৩ **হক্ব ও হেকমতের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে।**